১৭-০৯-১৬ প্রাতঃমুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - এখন এই রাবণ রাজ্য , পুরানো দুনিয়া সমাপ্ত হয়ে নতুন দুনিয়া আগত প্রায় , এইজন্যে শ্রীমত্ অনুসরণ করে পবিত্র হতে পারলে শ্রেষ্ঠ দেবী-দেবতা হতে পারবে ।"

প্রশ্নঃ - বাবা নিজের বাচ্চাদের সত্য নারায়ণের কথা শোনান , সেই কথার রহস্য কি ?

উত্তরঃ - তার রহস্য হ'ল - বাদশাহী নেওয়া আর তাকে হারিয়ে ফেলা। একজন(ব্রহ্মাবাবা) আল্লাহ-কে পেয়ে , তারপর তাঁর গাধাগিরি করা ছেড়ে দিল। যে বিশ্বের মালিক ছিল সে-ই ৮৪ জন্ম নিয়ে রাজত্ব হারিয়ে ফেলে, বাবা আবার তাদের নতুন করে রাজত্ব দেনা পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার, গাধাগিরি ছেড়ে রাজ্যত্ব নেওয়ার-- এই সত্যিকারের নারায়ণের কথা , বাবা শোনান ।

গীতঃ- অবশেষে সেই দিন এলো আজ . . .

ওম্ শান্তি । ওম্ শান্তির অর্থ রুহানি বাবা বুঝিয়ে দিয়েছেন । ওম্ অর্থাত্ আমি আত্মা আর আমার শরীর । আত্মাকে দেখা যায় না । তবে বোঝা যায় আমি আত্মা , আর এই আমার শরীর । আত্মাতেই থাকে মন -বুদ্ধি । শরীরের বুদ্ধি হয় না । আত্মাতেই সংস্কার থাকে , তা সে ভালো হোক বা মন্দ । মুখ্য হল আত্মা । সেই আত্মাকে কেউ দেখতে পায় না । আত্মা দেখে শরীরকে । আত্মাকে শরীর দেখতে পায় না । জানতে পারে আত্মা বেরিয়ে যায় আর তখন শরীর জড় বস্তুতে পরিণত হয় । আত্মাকে দেখা যায় না । কিন্তু শরীর দৃশ্যমান হয় । এমনিতে আত্মার যিনি ফাদার , যাঁকে 'ও গড ফাদার' বলা হয় , তিনিও দৃশ্যমান নন । ওঁনাকে জানা যায় , উপলব্ধি করা যায় । আত্মারা সকলে ভাই-ভাই। শরীরে প্রবেশ করলে তখন বলা হয় ভাই-ভাই বা ভাই-বোন । আত্মাদের বাবা হলেন পরমপিতা পরমাত্মা । শরীর সম্বন্ধীয় ভাই-বোনেরা একে অপরকে দেখতে পায় । আত্মাদের সকলের বাবা এক , তাঁকে দেখা যায়না । তবে এখন বাবা এসেছেন পুরানো দুনিয়াকে নতুন করে বানাতে । নতুন দুনিয়া সত্যযুগ ছিল , পুরানো এই দুনিয়া কলিযুগ । এই দুনিয়াকেই বদলাতে হবে । যেমন পুরানো ঘর ভেঙে নতুন ঘর বানানো হয় । এমনিতে এই পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হবেই । সত্যযুগের পরে ত্রেতা , দ্বাপর, কলিযুগ আবার সত্যযুগ , চক্রাকারে অবশ্যই আসবে । বিশ্বের হিস্ট্রি -জিওগ্রাফি বারবার ফিরে আসে। সত্যযুগে দেবী-দেবতাদের রাজ্য । অর্ধকল্প চলে সূর্যবংশী আর চন্দ্রবংশীয়দের । সেই সময়কে বলা হয়ে থাকে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্বকাল , রাম-সীতার রাজত্বকাল । কত সহজ এই হিসাব । তারপরে আবার দ্বাপর , কলিযুগে অন্যান্য ধর্মের লোকেরা আসতে শুরু করে । তখন দেবী-দেবতা , যাঁরা পবিত্র ছিলেন , তাঁরা অপবিত্রতায় বাঁধা পড়তে থাকেন । এখান থেকেই শুরু হ'য়ে যায় রাবণ রাজ্য । রাবণকে বছর বছর জ্বালানো হয় , কিন্তু সে জ্বলেই না । এই রাবণই সর্বাপেক্ষা বড় শত্রু , এইজন্যে তাকে জ্বালানোর একটা রেওয়াজ চালু হয়ে যায় । ভারতের এক নম্বর শত্রু হল রাবণ আর একনম্বর দোস্ত বা বন্ধু হল সর্বদা সুখদাতা স্বয়ং খুদা অর্থাত্ ভগবান । ভগবানকেই তো পরম বন্ধু বলা হয়! এই সম্পর্কে একটা কাহিনীও আছে তুমি ভগবান বন্ধু , রাবণ শত্রু । বন্ধু-ভগবানকে কখনও জ্বালানো হয় না । রাবণ শত্রু বলে দশ মাথাধারী রাবণের পুতুল বানিয়ে তাকে বছর বছর জ্বালানো হয় ।

গান্ধীজীও বলতেন আমাদের রামরাজ্য চাই । রামরাজ্যে সুখ আর রাবণ রাজ্যে দুঃখ । এইসব এখন বসে বসে কে বোঝাচ্ছেন ? পতিত-পাবন বাবা , শিববাবা ব্রহ্মাদাদা । বাবা সবসময় উচিত্ করেন- বাপদাদা । প্রজাপিতা ব্রহ্মাও তো সকলের , যাঁকে অ্যাডম বলা হয়ে থাকে । ওঁনাকে (শিববাবা) গ্রেট-গ্রেট গ্র্যান্ডফাদার বলা হয় । মনুষ্য-সৃষ্টিতে প্রজাপিতা , প্রজাপিতা ব্রহ্মা দ্বারা ব্রাহ্মণ , সেই ব্রাহ্মণই আবার দেবী-দেবতায় পরিগণিত হন । দেবতা ধীরে ধীরে ক্ষত্রিয় -বৈশ্য -শূদ্র অবস্থায় পরিণত হন । এনাকে বলা হয়ে থাকে প্রজাপিতা ব্রহ্মা, মনুষ্য সৃষ্টির আদি , সর্বাপেক্ষা বড় । প্রজাপিতা ব্রহ্মার অনেক অনেক বাচ্চা আছে । বাবা বাবা বলে ডাকতে থাকে । ইনি হলেন সাকার বাবা । শিববাবা হলেন নিরাকার বাবা । গীতও গাওয়া হয় প্রজাপিতা ব্রহ্মা দ্বারা নতুন মনুষ্য সৃষ্টি রচনা করা হয় । এই হলো পতিত দুনিয়া , রাবণ রাজ্য । এখন রাবণের আসুরিক দুনিয়া বিনাশ হয়ে যাবে, সেইজন্য এই মহাভারতের লড়াই । তারপরে আবার সত্যযুগে এই শত্রু রাবণকে কেউ-ই জ্বালাবে না । রাবণ তো সেখানে থাকবেই না । রাবণই এই দুঃখের দুনিয়া বানিয়েছে । এরকম নয় যে যাদের অনেক পয়সাকড়ি আছে বা বড় বড় মহল ইত্যাদি আছে তারাই স্বর্গে থাকে । বাবা বুঝিয়েছেন , যদিও -বা কারও কাছে কোটি কোটি টাকা থাকে , কিন্তু শান্তি নেই , পয়সা ইত্যাদি তো মাটিতে মিশে যাবে । নতুন দুনিয়ায় আবার অনেক নতুন খনি বেরোবে , যার থেকে নতুন দুনিয়ার মহল ইত্যাদি সব তৈরী হয়ে থাকে , এই পুরনো দুনিয়ার বিনাশ এখন হবে । সত্যযুগের দুনিয়া সম্পূর্ণ নির্বিকারী এবং পাপমুক্ত । ওখানে যোগবলের দ্বারা শিশুর জন্ম হয় । বিকার ওখানে হয়ই না । না দেহ অভিমান , না ক্রোধ , না কাম । পাঁচ বিকার হয়ই না এইজন্যে ওখানে রাবণকে কখনও জ্বালানোই হয়না । এখানে তো রাবণ রাজ্য , এইজন্য সবাই ডাকে - হে পতিত-পাবন এসো । উঁনি তো মুক্তিদাতাও , সবার দুঃখহর্তা । সকলে এখন রাবণ রাজ্যের বাসিন্দা । বাবাকে এসে রাবণের কাছ থেকে ছাড়িয়ে নিতে হয় । বাবা এখন বলছেন - তোমরা পবিত্র হও । এই পতিত দুনিয়ার বিনাশ হবেই , যারা শ্রীমত্ অনুসরণ করে চলবে তারা শ্রেষ্ঠ দেবী-দেবতায় পরিগণিত হবে । বিনাশ তো হবেই আর সব ওলটপালট হয়ে শেষ হয়ে যাবে । বাকি কে বাঁচবে ? যারা শ্রীমত্ মেনে পবিত্র থাকে , তারা বাবার মতানুসারে চলে বিশ্বের রাজ্যেপাটের অধিকার অর্জন করে । এই লক্ষ্মী -নারায়ণেরই তো রাজ্য ছিল । এখন তো রাবণ রাজ্য যার বিনাশ অবশ্যই হবে । সত্যযুগীয় রামরাজ্য স্থাপন হতে হবে । এখানে রাম , সীতার নয় । শাস্ত্রে অনর্থক সব অনেক কথা লিখেছে । লঙ্কা অর্থাত্ এই সারা দুনিয়া আর এখানে রাবণের রাজ্য । সত্যযুগে ভারত সোনার দেশ ছিল । যখন দ্বিতীয় কোনও দুনিয়া ছিল না । বাবা ভারতে এসে নতুনভাবে ভারতকে আবার সোনার দেশে , স্বর্গে পরিণত করেন । বাকি এত যে ধর্ম আছে সব ধ্বংস হয়ে যাবে । সমুদ্রও ফুলে-ফেঁপে সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে যাবে । বম্বে কি ছিল ! ছোট একটা গ্রাম । এখন যেইমাত্র সত্যযুগের স্থাপনা হবে বম্বে ইত্যাদি আর থাকবে না । সত্যযুগে খুব অল্পসংখ্যক মানুষ থাকে । রাজধানী হবে দিল্লিতে , যেখানে লক্ষ্মী-নারায়ণ রাজত্ব করবেন । সত্যযুগে দিল্লি পরিস্তান ছিল । রাজগদিও ছিল দিল্লিতেই । রামরাজ্যেও দিল্লিই রাজধানী থাকে । কিন্তু রামরাজ্যে হীরে-জহরতের মহল ছিল , অপার সুখ ছিল । বাবা বলেছেন , তোমরা বিশ্বের রাজত্ব হারিয়েছ , আমি আবারও দিচ্ছি । তোমরা আমার মত্ অনুসরণ করো । শ্রেষ্ঠ হতে চাইলে অন্য কোনও দেহধারীকে স্মরণ না করে শুধুমাত্র আমায় স্মরণ করো । নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে আমি-বাবাকে স্মরণ যদি করো তবে তমঃপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে যাবে , তোমরা আমার কাছে চলে আসবে । তোমরা আমার গলার মালা হয়ে পরে আবার বিষ্ণুর গলার মালা হবে । মালায় একেবারে উপরে আমি । তারপরে যুগল হলো ব্রহ্মা -সরস্বতী । ওরাই সত্যযুগে মহারাজা-মহারাণী হবে । তারপর মালার পুরোটাই তাদের , যারা শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে ক্রমানুসারে রাজগদিতে বসে । আমি

ভারতকে এই ব্রহ্মা-সরস্বতী আর ব্রাহ্মণের দ্বারা স্বর্গে রূপান্তরিত করি । যারা মেহনত করে তাদেরই স্মারক তৈরী হয় । আত্মাদের আবাসস্থল হল পরমধাম , যাকে ব্রহ্মাণ্ডও বলা হয় । আমরা সব আত্মারা ওখানে সুইট হোমে গিয়ে থাকব , বাবার সাথে । সেখানে হলো শান্তিধাম , মানুষ চায় মুক্তিধামে যেতে । কিন্তু ফিরে কেউ যেতে পারেনা । সবাইকে নিজের নিজের পার্ট সম্পূর্ণ করে যেতে হয় । ততক্ষণে বাবা তোমাদের তৈরী করতে থাকেন । তোমরা বাবার শ্রীমত্ অনুসারে তৈরী হয়ে গেলেই ওখানে যত আত্মারাই আছে সব এসে যায় , তারপরেই বিনাশ । তোমরা গিয়ে নতুন দুনিয়ায় রাজত্ব করবে আর আবারও শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে ক্রমানুসারে চক্র চলতে থাকবে । গানের কলিতেও তো শুনেছ , অবশেষে সেই দিন এলো আজ । ভক্তিমার্গে কেবল ধাক্কাই খাচ্ছিলে । বাবা হলেন জ্ঞান সূর্য , জ্ঞানের প্রগাতা, প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞান দান করেন . . .তোমাদের বুদ্ধিতে এখন আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান ভরা আছে । তোমরা জেনেছ , যে ভারতবাসী নরকবাসী ছিল তারা আবার স্বর্গবাসী হবে । বাকি এত আত্মারা ,সব শান্তিধামে চলে যাবে । বোঝানোর ব্যাপার তো খুব সামান্যই-- অল্ফ হল আল্লা অর্থাত্ বাবা আর বে অর্থাত্ বাদশাহী । কথায় বলে , অল্ফ সে আল্লা বে সে বাদশাহী । অল্ফ দ্বারাই বাদশাহী লাভ হয় । আর তখন গাধাগিরিও শেষ হয়ে যায় । সেই কাহিনী বাবা সামনে বসে বুঝিয়ে দেন । এই হলো সত্যিকারের সত্য নারায়ণের কথা । বাকি সব শুধু মুখের কথা । বাবা-ই নর থেকে নারায়ণ হওয়ার জন্য এই জ্ঞান শোনান । এই সবই তো হিস্ট্রি -জিওগ্রাফি তাই না ! লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য কবে শুরু হয়েছে কতদিন চলেছে , এতো শুধুই কথা হল ! যারা বিশ্বে রাজত্ব করেছিল , তারা ৮৪ জন্মে এসে একদম তমঃপ্রধান হয়ে গেছে ।

বাবা এখন বলছেন - আমি সেই রাজ্যই আবার নতুন করে স্থাপনা করি । তোমরা কিভাবে পতিত থেকে পবিত্র হও - তার সারা হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি বুঝিয়ে দিই । সর্বপ্রথমে সূর্যবংশীয়দের রাজ্য তারপরেই আবার চন্দ্রবংশীয়দের, তারপর বৌদ্ধ , ইসলাম, ক্রিশ্চিয়ানরা আসে । তখন সেই দেবী - দেবতা ধর্ম যেটা ছিল তা বিলোপ হয়ে যায় । বিশ্বের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি আবারও রিপিট হবে । শাস্ত্রে ব্রহ্মার আয়ু ১০০ বছরের হিসেব করেছে । এই যে ব্রহ্মা , যার মধ্যে বসে বাবা জ্ঞানদানের মাধ্যমে সারা বিশ্বের রাজ্যপাট দেন , একেও শরীর ছাড়তে হয় । সামনাসামনি বসে আত্মাদের বাবা আত্মাদের জ্ঞান শোনান , তিনি পতিত-পাবন । মানুষ , মানুষকে পবিত্র বানাতে পারবে না । যে নিজে মুক্ত হতে পারেনা সে অন্যকে কিভাবে মুক্ত করবে ! ওরা তো সব ভক্তি শেখানোর , অনেক গুরু । কেউ বলবে অমুককে ভক্তি করো তো কেউ বলবে শাস্ত্র শোনো । অনেকানেক মত-মতান্তর , এইজন্যে সবাই আরও অবুঝ হয়ে গেছে । বাবা এসে এখন সমঝদার বানাচ্ছেন । এই লক্ষ্মী-নারায়ণ তো সমঝদার ছিল তাইতো বিশ্বের মালিক হতে পেরেছিল । এখন কত কাঙাল হয়ে গেছে ! তারপরেই শিববাবা এসে নরকবাসী থেকে স্বর্গবাসী বানান । বাবা এত ভালো করে বুঝিয়ে দেন যে এখানেই সৌভাগ্যোদয়ের সূচনা হয় । বাবা আসেনই মানুষ মাত্রেরই ভাগ্যোদয়ের জন্য । সব পতিত দুঃখী হয়ে আছে তাই না । সবকিছু ত্রাহি -ত্রাহি করে বিনাশ হয়ে যাবে , এইজন্য বাবা বলেন ত্রাহিত্রাহি অবস্থায় পৌঁছনোর আগে বেহদের বাবার থেকে বিশ্ব রাজত্বের কিছু অধিকার নিয়ে নাও । এই যা কিছু দুনিয়াতে দেখছ তা' সব নিশ্চিত বিনাশ হবে । পতিত ভারত , উদিত ভারত । এই নাট্যখেলা ভারতেরই । ভারতের উত্থান হবে সত্যযুগে । আর কলিযুগে এখন পতন হতে হয় । এইসব রাবণ রাজ্যে মায়ার প্রভাবের আমদানি । এখন বিনাশ অবশ্যম্ভাবী । বিশ্বের পতন , বিশ্বের উত্থান । সত্যযুগে কারা কারা রাজত্ব করেন তা' বাবা সামনে বসে বুঝিয়ে দেন । উদিত ভারতে দেবতাদের রাজ্য । পতিত ভারতে রাবণের রাজ্য । এখন নতুন দুনিয়ার স্থাপনা চলছে । পুরনো দুনিয়া বিনাশ হয়ে যাবো

বিনাশ হওয়ার আগে তোমরা পড়ছ , বাবার থেকে বিশ্ব রাজ্যভাগ্যের অধিকার নিতে । এই হলো মানুষ থেকে দেবতায় পরিগণিত হওয়ার পড়া । সন্ন্যাসীদের পথই হলো নিবৃত্তি মার্গ । সেই ধর্মই আলাদা । তারা তো গৃহস্থ-ব্যবহারিক জীবন ছেড়ে চলে যায় , তাদের হলো হদের সন্ন্যাস । তোমাদের এই পুরনো দুনিয়া থেকে সন্ন্যাস নিয়ে এখানে আবার করে আসতে হবে না । এও যথার্থভাবে বুঝতে হবে , কোন কোন ধর্ম কখন আসে । চক্রের শুরুতে তোমরা আসতেই মহারাজা -মহারাণী হও । শুধুমাত্র অল্ফ আর বে , আল্লা (শিববাবা) আর বাদশাহী এই দুইই বোঝাতে হবে । বাবা কাউকেই বিলেতে যেতে মানা করেননা । এমনিতে তো সবাই চায় মৃত্যু নিজের দেশেই হোক । বিনাশ তো এখন অবশ্যই হবে , হাঙ্গামা এত বেড়ে যাবে যে বিলেত থেকে ফেরতও আসতে পারবে না এইজন্য বাবা বুঝিয়েছেন ভারতভূমি সবচেয়ে উত্তম , যেখানে বাবা এসে অবতরিত হন । গড ফাদারই , যিনি এসে মুক্ত করে দেন । তাই এমন বাবাকে সর্বদা নমন করা উচিত্ , তাঁর জয়ন্তীও উদযাপন করা উচিত্ । কিন্তু গীতায় কৃষ্ণকে ভগবান আখ্যা দেওয়ায় বাবার সারা মহিমাই হারিয়ে যায় । নয়তো ভারত সবচেয়ে বড় তীর্থভূমি । সেই বাবাই এখানে এসে সবাইকে পবিত্র বানান , তাইতো এই ভূমি সর্বাপেক্ষা বড় তীর্থভূমি । সকলকে দুর্গতি মুক্ত করে সদগতি প্রদান করেন । এই ড্রামা আগে থেকেই স্থির হয়ে আছে । তোমরা আত্মারা এখন জেনেছ , আমাদের বাবা আমার (ব্রহ্মাবাবা) নিজের এই শরীর দ্বারা এই সকল রহস্য বুঝিয়ে দিচ্ছেন । আমরা আত্মারা শরীরের মাধ্যমে শুনে থাকি । আত্ম-অভিমানী হতে হবে । নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করলে আত্মায় জমে থাকা অপবিত্রতার যে কালিমা লেপন হয়ে আছে তা' মুছে যাবে আর পবিত্র হয়ে তোমরা বাবার কাছে চলে যাবে । স্মরণ যত করবে ততই পবিত্র হবে , অন্যকেও নিজ-সমান তৈরি করতে পারলে তবে অনেকের আশীর্বাদ প্রাপ্তি হবে । উঁচু পদ পেয়ে যাবে এইজন্য গাওয়া হয়ে থাকে সেকেণ্ডে জীবনমুক্তি । আচ্ছা -! মিষ্টি -মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা , বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর সুপ্রভাত । রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সারঃ-

১) বাবার গলার মালা হয়ে বিষ্ণুর গলার মালার সূতোতে গাঁথা হওয়ার জন্য সম্পূর্ণ সতোপ্রধান হতে হবে । এক বাবার মতেই চলতে হবে ।

২) এমন সেবা করতে হবে যাতে অনেক আত্মার আশীর্বাদ পেতে পারো । ত্রাহি-ত্রাহি শোরগোল ওঠার আগে বাবার থেকে বিশ্বের রাজ্যভাগ্যের অধিকার পুরোপুরি নিয়ে নিতে হবে ।

বরদানঃ- নির্বল আত্মাদের মধ্যে সর্ব শক্তির ফোর্স ভরে দিতে সমর্থ জ্ঞানদাতা তথা বরদাতা ভব

বর্তমান সময়ে নির্বল আত্মাদের এত শক্তি নেই যে তারা লাফ দিয়ে উচ্চতায় উঠে উন্নতিসাধন করতে পারে , তাদের বাইরে থেকে অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ করতে হবে । তাই তোমাদের বিশেষ আত্মাদের নিজের মধ্যে বিশেষ শক্তি ভরে নির্বল আত্মাদের হাই জাম্প দেওয়াতে হবে অর্থাত্ নিজসমান উচ্চতায় তুলতে হবে । এইজন্য জ্ঞানদাতার সাথে সাথে শক্তি প্রদান করার বরদাতা হও । রচয়িতার প্রভাব রচনার ওপর পড়ে এইজন্য বরদানী হয়ে নিজের রচনাকে সর্ব শক্তির বরদান দাও। এই সার্ভিসের এখন আবশ্যকতা রয়েছে ।

স্লোগানঃ- সাক্ষী হয়ে সমস্ত খেলাকে দেখলে নিরাপদও থাকবে মজাও পাবে ।